উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 25 November 2021 Thursday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

মার্চ পর্যন্ত বিনামূল্যে কেন্দ্রের র‍্যাশন

সাতের পাতায়

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি–বধের ছক

তেরোর পাতায়

টাকা সরিয়ে লুটের গল্প ফেঁদেছেন ব্যাংককর্মীরাই

দিনহাটা ও কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ব্যাংককর্মীরা নিজেরাই টাকা সরিয়ে টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছেন। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের দিনহাটার নিগমনগর শাখা থেকে টাকা লুটের ঘটনায় ব্যাংকের কর্মীদের জেরা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের তিনজনকেই দিনহাটা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতে তুলে তাঁদের ছয়দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জেরায় জানতে পেরেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন ব্যাংকের টাকা নিয়ে তাঁর ইট, বালু ও বজরির ব্যবসায় খাটাচ্ছিলেন। সোমবার ব্যাংক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিরাট অঙ্কের টাকা তোলার কথা ছিল। কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা ব্যাংকে ছিল না। তাই ব্যাংক খুলতেই ওই টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছিলেন তাঁরা। ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাজুয়াল কর্মীও ঘটনায় জড়িত।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, 'দিনহাটার ওই ব্যাংকটিতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা দেখে মনে হয়েছিল, এটা জালিয়াতির ঘটনা। ব্যাংকের ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও ক্যাজুয়াল এক কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই সময়ে তাঁরা সব স্বীকার করে নেন। তখনই জানা যায়, ক্যাশিয়ার নিজেই ধাপে ধাপে টাকা সরিয়েছেন। সেই ঘটনা ম্যানেজার ও ক্যাজুয়াল কর্মীরও জানা ছিল।'

দিনহাটা ভিলেজ–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিগমনগর এলাকায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। সোমবার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানায়, সকাল দশটা নাগাদ তিনজন গ্রাহক এসে ব্যাংক থেকে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয়, ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন, ম্যানেজার অভিজিৎ ভৌমিক এবং ক্যাজুয়াল কর্মী চন্দ্রশেখর বর্মন মিথ্যা গল্প ফাঁদছেন। তাঁরা পুলিশের কাছে জানিয়েছিলেন, লকার রুম থেকে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলে ১৯ লক্ষ টাকা বের করে টেবিলে রেখেছিলেন। বাকি টাকা আনতে লকার রুমে ঢুকলে তাঁদের বাইরে থেকে আটকে ওই টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

ব্যাংককর্মীদের বক্তব্যে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাছাড়া ব্যাংকের আশপাশের দোকানদারদের কেউই দুষ্কৃতীদের বেরিয়ে যেতে দেখেননি।

এরপর দশের পাতায়

রাজনৈতিক বিরোধিতা ভুলে পাশাপাশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নয়াদিল্লিতে। –পিটিআই

বাণিজ্য সম্মেলনে আসতে রাজি মোদি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : এই অস্বস্তি ঢাকবে কী করে বিজেপি? রাজ্য সরকারের যে শিল্প সম্মেলন ঘিরে নানা বক্রোক্তি করে থাকে বিজেপি, সেই কর্মসূচির উদ্বোধন করতে রাজি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর মাত্র ক'দিন আগেও রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রকে চিঠি দিয়ে ওইসব সম্মেলনে কত বিনিয়োগ এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছিলেন। রাজ্যপালের ওই চিঠিতে শিল্প সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর স্পষ্ট ছিল।

প্রধানমন্ত্রী কিনা সেই সম্মেলন উদ্বোধন করতেই রাজি হয়ে গেলেন। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করার পর বুধবার এই খবরটি দিলেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আগামী বছর এপ্রিল মাসে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন উনি।' তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু তার প্রভাব যাতে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কে না পড়ে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি।'

আগামী ২০ এবং ২১ এপ্রিল কলকাতায় বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হওয়ার কথা। সেখানে মমতা যদি নরেন্দ্র মোদিকে উপস্থিত করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তা ওই সম্মেলন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার মোক্ষম জবাব হবে। যদিও এবারের সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর শোনা গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলায়।

দিদির পাশে স্বামী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'রাজ্যে শিল্পের অবস্থা করুণ। তার ওপর রয়েছে কোভিড। বহু দেশ আসবে কি না সম্মেলনে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে কেন্দ্র যদি রাজ্যের সাহায্যে কাজ করে, তাহলে বাণিজ্য মেলা রাজ্যের জীবিকাহীন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত ও দিকনির্দেশের কাজ করতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের আগে থেকেই বিরোধীরা এদিন ফের মোদি–মমতা সমঝোতার তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'কংগ্রেসকে কীভাবে আরও ভাঙা যায়, মমতাকে হয়তো সেই পরামর্শই দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিএসএফ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনায় মমতা তো অংশ নেননি। মোদির সঙ্গে এবিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলায় ওঁর সুবিধাই হয়েছে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বৈঠকের সঙ্গে রাজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থে মোদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন মমতা।' ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী যতবার দিল্লি গিয়েছেন, ততবার বিরোধী জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই সফরে কিন্তু বিরোধী জোট গঠন নিয়ে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

কৃষি আইন বাতিলে সিলমোহর

আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যাতে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করা যায় সেই সংক্রান্ত একটি বিল বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাস করানো হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বলেন, পাঁচদিনের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

প্রতিভার খোঁজে টি গোল্ড কাপ

চা বাগান থেকেই পরবর্তী স্টার ফুটবলার তুলে আনতে চাইছে শ্রম দপ্তর। সেই লক্ষ্যে উত্তরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টি গোল্ড কাপ। আয়োজনের দায়িত্বে থাকছে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

বিস্তারিত আটের পাতায়

বৌ নিয়ে টানাটানি শীতলকুচিতে

প্রথম স্বামীকে কোপ দ্বিতীয়র

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : রুপোলি পর্দার চেনা প্লট, এক ফুল দো মালি। সেখানে কোনও একজন নায়ক বা নায়িকায় মুগ্ধ থাকে দুইজন। আর তা নিয়েই গড়িয়ে চলে প্লট। কিন্তু দো ফুল অউর দো মালি! এমনটাই ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের ছোট ধাপেরচাতরা গ্রামে। ঘটনার 'নায়ক–নায়িকা' চারজন। কার বৌ শেষপর্যন্ত কার সঙ্গে থাকবে, তা নিয়েই যত গণ্ডগোল আর মারামারি। সেই মারামারিতে আবার জখম হয়েছেন তিনজন। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় বুধবার সন্ধে পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়।

এক্ষেত্রে সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কীরকম? ছোট ধাপেরচাতরায় বাড়ি বিধান রায়ের। প্রায় ১৭ বছর আগে বিধানবাবু প্রতিবেশী যুবতী বিউটি বর্মনকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংসার বেশিদিন টেকেনি। সম্পর্কে ফাটল ধরে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। এরপর সালিশি সভায় আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যান তাঁরা। পরে দুজনেই আলাদাভাবে বিয়ে করেন। বিধান বিয়ে করেন শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বিষাদি বর্মনকে। আর বিউটি বিয়ে করেন সিতাই ব্লকের অধীর বর্মনকে। বর্তমানে বিউটির দুই ছেলে আছে। বিধানেরও এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

এত অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফের যোগাযোগ শুরু হয় বিধান ও বিউটির। কয়েকমাস আগে ছোট ছেলেকে নিয়ে সটান বিধানের বাড়িতে চলে আসেন বিউটি। তবে বিধানের বর্তমান স্ত্রী বিষাদি রায় তা মেনে নেননি। বিষাদির অভিযোগ, তাঁর বারণ না শুনে বাড়ির পাশেই আলাদা ঘর করে বিধান বিউটিকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বিষাদির মতোই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি বিউটির দ্বিতীয় স্বামী অধীর। তিনি কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে থাকেন। বাড়ি ফিরে তিনি স্ত্রীকে ফিরে আসতে বলেন।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিধান রায়। –সংবাদচিত্র

সম্পর্কে জট

- বিধান রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিউটি বর্মনের
- ছাড়াছাড়ির পর বিধান বিয়ে করেন বিষাদিকে
- বিউটি বিয়ে করেন অধীর বর্মনকে
- প্রত্যেকেরই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান রয়েছে
- সম্প্রতি বিউটি আবার বিধানের কাছে ফিরে আসেন
- বিধানও বিষাদিকে ছেড়ে বিউটির সঙ্গেই থাকছেন

কিন্তু বিউটি আবার ফিরতে নারাজ। সেই রাগে অধীর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে চড়াও হন বিধানের বাড়িতে। বিউটিকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চান। বাধা দিলে বিধানকে মারধর করেন এবং মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারেন বলেও অভিযোগ। বিউটিকেও মারধর করা হয়। এসবের মাঝে পড়ে জখম হয়েছেন সিতাইয়ের কেশরিবাড়ি এলাকার ইজ্জাজুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। জখম অবস্থায় বিধান, বিউটি ও ইজ্জাজুল মিয়াঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বিধান বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। ইজ্জাজুল শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বলে খবর।

এদিন বিধান বলেন, 'আমি বিউটিকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ আট–দশজন চড়াও হয়। ওদের মধ্যে অধীরও ছিল। ওদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। দরজা ভেঙে ঢোকে। আমায় মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরে বিউটিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে মারতে গিয়ে নিজেদের দলের একজনকে কোপ মারে। এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানাব পুলিশে।'

বিধানের প্রথম স্ত্রী বিউটি বলেন, 'অধীরের সঙ্গে তিন মাস আগেই সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে। ও আমাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। তাই প্রথম স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছি। ওরা মঙ্গলবার রাতে আমাকে অপহরণের চেষ্টা করে।'

এব্যাপারে অধীরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইলোকচাঁদ বর্মন বলেন, অধীর আমার প্রতিবেশী। তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে জানি। মঙ্গলবারের ঘটনার বিষয়ে কিছু জানা নেই।'

আজ থেকে প্রাথমিকে নিয়োগপত্র

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর।

ওই পদে নিয়োগের জন্য বুধবার যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রথম দফায় ৪৭৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। মেধাতালিকায় উত্তীর্ণদের নামই তালিকায় আছে বলে পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে। ওই সূত্রে খবর, আরও ৭৩৮টি পদে শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে।

বৃহস্পতিবার থেকেই ওই তালিকায় উল্লিখিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'যাঁরা অফলাইনে আবেদন করেছিলেন এবং প্রথম মেধাতালিকায় যাঁরা আসতে পারেননি, তাঁদের মধ্যে থেকে সফলদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।'

২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করা নিয়ে চাপ ছিলই। বয়সসীমা পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ করা হচ্ছে না অভিযোগে চাকরিপ্রার্থীরা বারবার বিক্ষোভ দেখানোর পর দ্রুত নিয়োগে তৎপর হয় রাজ্য সরকার। ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের একটি তালিকা তৈরি করে পর্ষদ। ওই প্রার্থীদের সকলেই অফলাইনে আবেদন করেছিলেন।

এঁরা প্রত্যেকেই ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হন। গত ২৭ অক্টোবর এঁদের সমস্ত নথির স্ক্রুটিনি, তথ্য যাচাই, ভাইভা, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হয়। ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিশের ভিত্তিতে তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট–এর প্রশ্নপত্রে ভুলের কারণে যেসব চাকরিপ্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁদের টেট উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়।

সেই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রাথমিক

এরপর দশের পাতায়

ভল্লুক পিটিয়ে মারল ক্ষিপ্ত জনতা

মেটেলি ও নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : ডুয়ার্সে মানুষ–বন্যপ্রাণ সংঘাতে এবার মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। বুধবার দুপুরে মেটেলি ব্লকের মেটেলি চা বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে ভল্লুকের হামলায় মৃত্যু হয় দীবেশ খালকো (১৮) নামে ওই পড়ুয়ার। বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো চা বাগানে কাজ করার সময় শ্রমিকরা ভল্লুকটিকে দেখতে পান। দেখামাত্রই গোটা বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেখানে যান বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা ও মেটেলি থানার পুলিশ। ভল্লুক দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। এরই মধ্যে দুপুরে বাগানের স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্রের মাথা খুবলানো দেহ উদ্ধার হয়। জনতার সন্দেহ হয়, ছেলেটিকে মেরে মাথা খুবলে খেয়েছে ভল্লুক। এরপরই উত্তেজিত জনতা ভল্লুকটিকে ঘিরে বাঁশ–লাঠি দিয়ে বনকর্মী ও পুলিশের সামনেই পিটিয়ে মারে।

মৃত যুবক নাগরাকাটার একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাবা অসুস্থ থাকায় সে গত সোমবার স্কুল থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ মেজর অমরজিৎ সিং চৌহান বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বাবা মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি থাকায় সে ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়। বলেছিল, মা ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে বাবার দেখভালের জন্য বাড়ি যাচ্ছে। এদিন এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাই।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১০টা নাগাদ ভল্লুক বাগানে

এরপর দশের পাতায়